International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.18-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.18-24

উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে লোকঔষধির ব্যবহার ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে পারস্পরিকতার সমস্যা ও সম্ভাবনা কেন্দ্রিক প্রেক্ষাপট

মোঃ সাহিবার রহমান

গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা, ভারত

Abstract:

In contemporary time tribal communities face unique health challenges stemming from trauma, socio-economic disparities, and limited access to quality health care. In this article trying to explore the multifaceted issues impacting tribal health and medicine including cultural barriers, lack of communication and infrastructure. Tribal traditional medicine represents a rich tapestry of indigenous knowledge, deeply rooted in the cultural heritage of divers'communities worldwide. It examines the importance of traditional indigenous medicine in holistic healthcare approaches and the need for culturally sensitive interventions. Despite these challenges opportunities exist for collaboration between tribal healers, western medical practioners and policy makers to improve health outcomes and promote wellness within tribal communities. It also explores how traditional healing practices are deeply rooted in tribal cultures, often leading to skepticism or resistance towards modern medicine. This article underscores the importance of acknowledging and addressing tribal perspectives to promot equitable health care access and improve health outcome among indigenous people.

Keywords: Tribal Health, Ethnomedicine, Indigenous Medicine, Multifacated Issues, Equitable Health Care.

ভূমিকাঃ পৃথিবী জুড়ে আদিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি। যেখানে মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশ ও অনুন্নত দেশ গুলিতে আদিবাসীরা বসবাস করে। যে সকল দেশ ও অঞ্চলেরা বসবাস করে তার অধিকাংশই দারিদ্রতা বিদ্যমান। দারিদ্রতা নিমজ্জিত এই সকল উপজাতিগোষ্ঠীর মানুষের জীবন জীবিকার নানান সমস্যাধি বিদ্যমান। উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গীণ সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হলো স্বাস্থ্য সমস্যা। উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবন সংকটের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার দিক বারবার আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। এরা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দুর্বল। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হলেও উপজাতির মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার পর্যাপ্ত সুবিধা গ্রহণ করতে পায় না। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হতে পারার নানা উল্লেখযোগ্য কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম কারণ

হলো দারিদ্রতা ও অশিক্ষা এই দুই বিষয় মূলত তাদের স্বাস্থ্য সচেতন না হওয়ার পেছনে দায়ী কারণ। পাশাপাশি স্বাস্থ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তার শিখেনি এই বাস্তবতাকেও অস্বীকার করা যায় না।

স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থায় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, শুধুমাত্র রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয় (WHO : 1948)। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় যে সমস্ত দিক থেকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে একজন ব্যক্তির সুস্থতার অবস্থাকে স্বাস্থ্যের নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেইলি ও ক্লেমেন্সের (২০০০) উদ্ধৃতি অনুসারে, স্বাস্থ্য একটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ এবং এটি সার্বজনীন স্বার্থের বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) সূচনা করে দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য আন্দোলন শুরু করা যার লক্ষ্য স্বাস্থ্যের অবস্থার এক ভালো পর্যায়ে পৌঁছানো যা সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

স্বাস্থ্য বলতে একটি জীব এবং তার পরিবেশের মধ্যে গতিশীল ভারসাম্যের অবস্থা কেউ বোঝায়, যা উপজাতি বর্গের মধ্যে আজও অবর্তমান। ভারতবর্ষে উপজাতিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দারিদ্র্যসীমায় এবং দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, সুরক্ষিত পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাত্রার মানের অনুপস্থিতি, মায়ের সুস্বাস্থ্যের ও পুষ্টির অভাব, শিশু স্বাস্থ্যের পরিষেবা জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা গুলির অকার্যকর পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা এই দুর্বল জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার মধ্যে বর্তমান ও অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি করে তোলে (Singh 2008 : 118)।

ভারতবর্ষে মোট জনসমগ্রকের ৮.৬ শতাংশ হলো উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা অন্যান্য ধর্মবর্গ, শ্রেণীর তুলনায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর ও বিভিন্ন জটিল সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে স্বাস্থ্যের সমস্যা অন্যতম একটি জটিল দিক। আদিবাসী সামাজিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, উপজাতি গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ পর্যাপ্ত পুষ্টিযুক্ত খাবার পায় না। তারা ক্ষুধা, ভিটামিন, পুষ্টি, মিনারেল, রক্তাল্পতার অভাবে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। সংক্রামক রোগের মধ্যে অন্যতম হলো-ম্যালেরিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ, এইডস, ডায়রিয়া, মারণ রোগ ক্যান্সার, এবং মহামার ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। আদিবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যায় জর্জরিত থাকার মুখ্য কারণ হলো আদিবাসী এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা এবং পরিকাঠামোর অভাব, সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন এর সুবিধা অপর্যাপ্ত।

উপজাতিদের স্বাস্থ্য সমস্যা ও বঞ্চনারঃ ভারতবর্ষে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ দারিদ্র সীমার মধ্যে বসবাস করে। শিক্ষার আলো তাদের মধ্যে না পৌঁছানোর কারণে তারা আর্থ-সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন। এই পরিস্থিতি স্বাস্থ্যপরিসেবা কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উপজাতিগোষ্ঠীর মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম করে কিন্তু উপযুক্ত স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে না ওঠার কারণে তারা আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ থেকে অধিকাংশই বঞ্চিত। অন্যদিকে রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধমূলক সচেতনতা গড়ে না ওঠা ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার দরুন তারা চিকিৎসার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করতে না পারার মুখ্য কারণ মনে করা হয় দারিদ্র্যতাকেই। যেখানে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় অর্থাভাবের কারণে তারা আধুনিক ঔষধ ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে না। বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকে উপজাতি সম্প্রদায় জাতীয় গড় থেকে পিছিয়ে রয়েছে, যেখানে মহিলা এবং শিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকার। মানসিক স্বাস্থ্য টাস্কফোর্স (২০১৯) ভারতের একটি উপজাতি স্বাস্থ্যগত সমস্যা বিষয়ে প্রতিবেদনে উদ্ভাবন

হয় যে, প্রতিদিন ৪০০ টি মাতৃ মৃত্যুর ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটে। মাতৃ স্বাস্থ্যের অবনয়নের কারণ হিসেবে গবেষণায় যে বিষয়টি গুরুত্ব পায় তা হল শিক্ষামূলক স্তরে নিম্নে অবস্থান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। মানসিক পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে না ওঠার ফলেই সন্তান প্রসবকালে মাতৃত্বকালীন পরিস্থিতিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মাতৃত্বকালীন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পুষ্টির সমস্যা, জ্ঞান না থাকা চিকিৎসা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিষেবা গ্রহণ করতে না পারা মৃত্যুর ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে জহরলাল নেহেরু বিভিন্ন উপায়ে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বিশেষ করে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা, যোগাযোগ, কৃষি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে। V. Elwin এর সাহায্যে নেহেরু কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু বিস্তৃত নির্দেশিকা ছিল যাকে 'উপজাতি পঞ্চশীল' বলা হয়। কিছু উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক জীবন বিষয়ে যে সকল গবেষণা স্বাধীনতা পরবর্তীতে সংঘটিত হয় সেখানে তাদের আর্থ-সামাজিক করুন পরিস্থিতির কথা বারবার উত্থাপিত হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী এথনোমেডিসিন ব্যবহার ও সংকটঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমান অনুসারে, উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় 44% মানুষ তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রধানত ঐতিহ্যগত ওষুধের উপর নির্ভরশীল এবং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভিদের নির্যাস এর উপর। জনার মতে, এথনোমেডিসিনের জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক উপাদান, উদ্ভিদ এবং প্রাণী, সারা বিশ্বের দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এথনোমেডিসিনের মেডিসিনের সংগ্রহস্থল হলো প্রধানত বনাঞ্চল। যা বন বিভাগের হাতে চলে যাওয়ার পর প্রাচীন এথনোমেডিসিন অনুশীলন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

ভারত বর্ষ জুড়ে উপজাতিগোষ্ঠী বর্গের মানুষ বনাঞ্চল কেন্দ্রিক জীবন জীবিকাই নির্ভরশীল দীর্ঘকাল ধরে। যেখানে জীবন ধারণের সমস্তটাই তারা বন থেকে সংগ্রহ করে। বনজ ওষধি ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা মেটায়। সেই বনাঞ্চলে বহিরাগতদের প্রবেশের ফলে জনজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে, একদিকে নিজস্ব সংস্কৃতির বিপন্নতা আর অন্যদিকে বনের অধিকার চ্যুতির ফলে সংকট জনিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে সকল গাছা ঔষধি তারা বিভিন্ন অসুখ সারাতে ব্যবহার করত সেই ওষুধের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকায় অরণ্য তাদের নিত্যসঙ্গী। দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয় এই অরণ্য। W. W. Hunter যথার্থই বলেছেন, "Jungle is their unfailing friend". ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত জঙ্গলের ওপর আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কোন সংশয় ছিল না। ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর থেকেই জঙ্গল ও বনাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে রেলপথ চালু হওয়ার পর। জঙ্গল হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটিশ রাজস্ব বৃদ্ধির এক বড় উৎস। স্বভাবতই জঙ্গলের উপর আদিবাসীদের অধিকার সংকুচিত করে বিভিন্ন রিজার্ভ বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। ১৮৭৮ সালে অরণ্য আইনও পরিবর্তিত হয়ে ১৯২৭ এ আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ শুরু হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭১ এর Cattle Trespass Act এর ফলে আদিবাসীদের গবাদি পশু রক্ষা করায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ পর্যায়ে নতুন করে কাঠ, পাতা, লতাগুল্ম, ঘাস, নলখাগড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে আরও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা বা জ্ঞান না থাকা ঐতিহ্যগত পরম্পরায় তাদের জঙ্গল থেকে ভেষজ ঔষধ সংগ্রহে বাঁধা পড়ে।

ভারত সরকার উপজাতি জনগণের স্বাস্থ্য কে একটি গুরুতর এবং বিশেষ উদ্বেগের সাথে দেখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং ২০১৩ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্র দ্বারা যৌথভাবে উপজাতি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

১) উপজাতি অঞ্চলের স্বাস্থ্যের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে, হস্তক্ষেপের পরামর্শ, রাজ্যগুলির জন্য কৌশলগত নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং অতিরিক্ত সংস্থাগুলির প্রয়োজনে সুপারিশ করা।
২) উপজাতি জনসংখ্যার, বিশেষ করে নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপযুক্ততা, বিষয়বস্তু, গুণমান এবং ব্যবহার উন্নত করার জন্য একটি জাতীয় কাঠামো এবং রোড ম্যাপ তৈরি করা।
৩) স্বাস্থ্যের উপর জনসাধারণের ব্যয় জিডিপির কমপক্ষে ২.৫ শতাংশ এবং উপজাতি স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ স্বাস্থ্য বাজেটের কমপক্ষে ৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা।
৪) উপজাতি উপ পরিকল্পনা (Tribal Sub-plan) নির্দেশিকা মেনে চলা।

এথনোমেডিসিন সংরক্ষণে ভূমিকাঃ ঐতিহ্যবাহী সনাতন পদ্ধতিতে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ অসুস্থ অবস্থায় এথনোমেডিসিন এর ব্যবহার করে। অসুখ-বিসুখ হলে অরণ্য নির্ভর উপজাতি বর্গের মানুষ এথনোমেডিসিন বনভূমি থেকে সংগ্রহ করে। বনভূমি থেকে সংগৃহীত এথনোমেডিসিন বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে সমস্যা থেকে অব্যাহতি পায়, তাই বনজ ওষধ এর গুরুত্ব উপজাতি সমাজে প্রবল। মূলধারা সভ্যতা থেকে আড়ালে থাকায় স্বাস্থ্য সমস্যায় ঐতিহ্যবাহী ঔষধ এর ব্যবহার করে ও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে অব্যাহতি পায়। তাই তারা বনাঞ্চল নির্ভর জীবনধারা অতিবাহিত করার পাশাপাশি বনাঞ্চল নির্ভর ঔষধ সংরক্ষণ করে। Down to Earth (২০২০) এ প্রকাশিত "ঝাড়খণ্ডের এক গ্রামের আদিবাসীরা কিভাবে নেত্র মেডিসিন সংরক্ষণ করছে"- শীর্ষক প্রবন্ধে সভ্যতা ও আধুনিকতা ভারতের উপজাতি অঞ্চলে প্রবেশ করায় এর ঐতিহ্যবাহী উপজাতি চিকিৎসা ব্যবস্থার ঐতিহ্য ক্রমশ হুমকির মুখে কিভাবে পড়ছে তা গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে। ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় অবস্থিত আদিবাসী ও অঞ্চলগুলিতে ৯০% এরও বেশি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। গ্রামের পুরানো বাসিন্দারা মনে করেন যে তাদের পূর্বপুরুষরা কয়েক শতাব্দী আগে গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল এবং জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্থানীয় সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই সম্পদ সংরক্ষণ থেকে বনযোগ ঔষধ অর্থাৎ এথনোমেডিসিন এর ব্যবহারিক উপযোগিতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এথনোমেডিসিন তারা সংরক্ষণ করে। এথনোমেডিসিনের ব্যবহারিক উপযোগিতা ও কার্যকরিতা কে গুরুত্ব দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উপজাতি বর্গের মানুষ বনাঞ্চল সংরক্ষণের পাশাপাশি বনজ ঔষধধিকে সংরক্ষণ করে আসছে।

আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কযুক্তি ও সমস্যাঃ ভারতবর্ষে আদিবাসী জনসংখ্যার বেশিরভাগ বসবাস করে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে, সেই বসবাস ক্ষেত্রেগুলোতে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবহার তাদের মধ্যে দুর্বল এবং স্বাস্থ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি গোড়া মনস্ক। সেই ক্ষেত্রগুলি মূলত স্বতন্ত্র জীবন যাপনের জন্য উপযোগী। যার ফলে তারা সমাজের মূল ধারার সাথে একাত্ম হতে পারেনি। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনধারার অগ্রগতি উপজাতি সমাজে সবচাইতে কম। যোগাযোগের সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক যুক্তি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সচেতনতা অভাব উপজাতি বর্গের মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে উল্লেখিত কারণ হিসেবে তারা আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ বা সম্পর্ক যুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

আধুনিক চিকিৎসায় লাভের কোন কোন ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলেও ঐতিহ্যবাহী সংগৃহীত ঔষধের ওপর তারা বিশ্বাসী এবং অনেক বেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসা অনেক বেশি ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ার কারণে দারিদ্রতার মধ্যে নিমজ্জিত উপজাতি বর্গের মানুষ আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে না। অশিক্ষার কারণে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি, যার ফলে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে ভীতি ও অনীহা রয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত ক্ষেত্রগুলিতে যে সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, যজ্ঞ কর্মী এবং পর্যাপ্ত ঔষুধের সমস্যা রয়েছে সেই ক্ষেত্রগুলোতে। এরকম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাদের ঐতিহ্যগত ঔষধ ও চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। ভেষজ ঔষধই এক্ষেত্রে অন্যতম বিকল্প ও সহায়ক হয়ে ওঠে। বনাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি বর্গের মানুষ বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত ওষুধ সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান ও ধারণা রাখে। যার ফলে প্রয়োজনীয় ঔষধ তারা নিজেরাই সংগ্রহ করতে সমর্থ। পূর্বস্থলী থেকে পাওয়া ধারণা ও ভূমিসন্তান হিসেবে বনাঞ্চলে বিভিন্ন ঔষধি গাছ সম্পর্কে তারা অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের রোগব্যাধি দূর করতে অনেকটাই সাফল্য পায়। তাই তাদের কাছে ঔষধিক আছি অন্যতম ভরসা ও বিশ্বাসের জায়গা।

"স্বাস্থ্য সেবা ভীতি: কর্নাটকের আদিবাসীরা সরকারি হাসপাতালগুলিকে ভয় পায়" (২০২২) -শীর্ষ প্রবন্ধ সম্পর্কিত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উন্মোচন হয়। কর্নাটকের প্রথমত অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের সুবিধা ও যথাযথ আয়, রাস্তা, আবাসনের মতো মৌলিক সুবিধার অভাবকে দায়ী করা হয়। এ সকল কারণকেই তাদের অসুস্থতার মুখ্য কারণ মনে করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা তাদের এলাকার সরকারী স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করে। পরিবর্তে তারা ঐতিহ্যগত আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারীদের সাথে যোগাযোগ রেখে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করে। কর্নাটকের আদিবাসী স্বাস্থ্য বিষয়ক পিএইচডি গবেষক সুশীলা কেনজুর কোরাগ বলেন, জনগণকে জেলা হাসপাতাল বা তালুক হাসপাতালে যেতে রাজি করানো খুবই কঠিন। অতীতে তাদেরকে বোঝানোর জন্য সম্প্রদায়ের নেতাদের জড়িত করা হয় কিন্তু তারা তারপর রাজি হবে যদি তারা গুরুতর অসুস্থ হয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অপেক্ষার ফলে দুর্ভাগ্যবশত বছরের পর বছর ধরে অনেক মৃত্যু হয়েছে, যা সরকারি হাসপাতালের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সুশীলা সহকর্মী মহান্তেশ এস. কেতার অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যখন আমরা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব বা স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা বলব, তারা তাদের দরজা বন্ধ করে বনে পালিয়ে যাবে। সুশীলা আদিবাসী কোরাগা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, কর্ণাটকের বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি। তিনি গবেষণায় বছরের পর বছর কাটিয়েছেন, কিভাবে মানুষের মধ্যে এই ভয় বা অবিশ্বাসের সমাধান করা যায় তার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ এবং জর্জ ইনস্টিটিউট অফ গ্লোবাল হেলথ এর সাথে একটি প্রকল্পের জন্য তিনি আদিবাসী নেতাদের, হাসপাতালের কর্মচারীদের এবং জেলা রাজ্যস্তরের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ নিয়ে পরিস্থিতি বদলানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। সুশীলা ও তার সহকর্মী প্রস্তাব পেশ করে বলেন, জেলা ও তালুক হাসপাতালে সর্বদা স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন স্বাস্থ্য নেভিগেটর উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করতে বলা হয়েছে। কর্ণাটক সরকার রাজ্যের আটটি জেলায় নীতিটি কার্যকর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বিকল্প চিকিৎসা পন্থা হলো আধুনিক চিকিৎসা পন্থা। যে চিকিৎসা পন্থা সাথে উপজাতিগোষ্ঠীর মানুষের সম্পর্কযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আবশ্যক এই অর্থে যে, জটিল অসুখ-বিসুখ নিরাময়ের অন্যতম মাধ্যম হলো আধুনিক চিকিৎসা। যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ না করে বা পরিষেবা সঠিকভাবে না পাওয়ার ফলে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এর পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলা ও শিশু মৃত্যু যথেষ্ট হৃদয়বিদারক।

স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে অব্যহতির বিকল্প পথঃ মানব শরীরে জটিল অশোকের সংক্রমণ পূর্বে তুলনায় বেড়েছে। মানুষ আজ বিভিন্ন মারণ রোগের শিকারগ্রস্থ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মারণ রোগের সংক্রমণ সমগ্র মানবজাতিকে এক গভীর সংকটের দিকে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে মুক্তি প্রদানের সক্ষম হয়েছে তাই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্যকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করতেই হয়।

উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পুরনো পন্থা নির্ভর। বর্তমানে নানা প্রকার জটিল ও মারন রোগের শিকার তারা। যে সকল বনজ ঔষধি তারা রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করে তা সাধারণ অসুখ নিরাময়ে উপযোগী হলেও জটিল অশোক নিরাময়ের ক্ষেত্রে তা যথার্থ না। সমাজে শিক্ষার বিস্তার সঠিকভাবে না হওয়ার জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার বিস্তার না হওয়ার ফলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই। সচেতনতার অভাবে তো বর্তমান সময়ে যে সকল জটিল অশোক ব্যাধির শিকারগ্রস্থ হয় তাতে সাধারণ চিকিৎসা পন্থা দ্বারা তাদের জটিল অসুখ ছাড়ে না, ফলশ্রুতি হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই উপজাতি সম্প্রদায়কে নানান জটিল অসুখ রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে নিম্নলিখিত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যথা-

১) জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
২) উপজাতিরা চিকিৎসা পদ্ধতির পরম্পরাগত যে পন্থার অন্তর্জালে আবদ্ধ সেই পন্থা থেকে বার করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে।
৩) যে সকল উপজাতি বর্গের মানুষ শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানের সঞ্চার ঘটিয়েছে সেই জ্ঞানকে এথনোমেডিসিনের ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধিতে প্রয়োগ ঘটাতে হবে।
৪) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্যকে তাদের মাঝে বারবার তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি যে সকল উপজাতির মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদেরকে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে কাজে লাগাতে হবে।
৫) বনজ ঔষধী সংগ্রহ ও আধুনিক ঔষধ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে।
৬) যে দারিদ্রতার কারণে উপজাতি বর্গের মানুষ আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেনা সেই দারিদ্রতাকে স্থায়ী রূপে দূর করার জন্য এক সুদূর প্রসারী প্রকল্প ও পরিকল্পনা সরকারকে গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৭) রোগ ব্যাধি থেকে যে সকল পুষ্টি গুনসম্পন্ন খাদ্য মুক্তি দেবে সেই খাদ্য সরবরাহ ও সেই খাদ্য তালিকা বিষয়ে অবগত করা প্রয়োজন
৮) ভারতবর্ষে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ও নীতি নির্ধারক পরিষদে উপজাতি ও জনজাতি প্রতিনিধি থাকে না বললেই চলে। এক্ষেত্রে উপজাতিদের নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন।

৯) সাধারণ অসুখ ও জটিল রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে এথনোমেডিসিন ও আধুনিক চিকিৎসা, ওষুধের ভারসাম্য যুক্ত পরিস্থিতি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়টি বিচার্য যা ভারসাম্য নির্মাণ করবে।

১০) অর্থ বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে আদিবাসী উন্নয়নে, শিক্ষা ও স্বাস্থের অগ্রগতিতে ব্যবহার করতে হবে।

এ কথা সত্য যে বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে আদিবাসীদের চিকিৎসা পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের। এই উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাদেরকে কাঠামো গঠনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিষেবা প্রদান করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সমস্যার আনুষঙ্গিক দিকগুলি নির্দিষ্টিকরণ করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে আধুনিক চিকিৎসার উপযোগিতা বুঝতে ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ আগ্রহী হয়।

তথসুত্রঃ

1) খাতুন, হাজেরা. (২০২৩) "আদিবাসী সামাজ". তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২৫৯-২৭২
2) লুসাই, জনি. (২০০৭) "আদিবাসী জনগোষ্ঠী". বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯-২০৮
3) সেন, সুচীব্রত. (২০২২) "ভারতের আদিবাসী: সামাজ পরিবেশ ও সংগ্রাম". বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২৪৫-২৭৩.
4) ভট্ট, লক্ষণ. (২০২৩) "আদিবাসী সামাজ". তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৫৬-১৬৬
5) Elwin, V. (1944) "The Aboriginals" Oxford University Press, Bombay
6) Jagatdeb, L. (1989) "Tribal Development in India". Ashish Publishing House, New Delhi, 151-160
7) Ministry of Health and Family welfare, Government of India (2017) National Health Policy
8) Negi, D. P, Singh, M. M. (2018) "Tribal Health and Health Care Beliefs in India: A Systematic Review". Int J Res Soc Sci, 8(1): 219-26
9) Prasad, Ravi Sankar. & Sinha, Pramod Kumar. (2012) "Tribal Health and Medicine in India". Anmol Publication, New Delhi
10) Rao, Sujata. K. (1998) 'Health Care Services in Tribal Areas of Andhra Pradesh'. Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 4, 48-76
11) Sen, Rahul. (1992) 'Tribal Policy of India'. Indian Anthropological Association, Vol. 22, No. 2, 77-89
12) Srivastava, Vinay Kumar. (2010) "Tribal Economy at Crossroads". Rawat Publication, 14-27
13) Verma, Manish & Shah, Alka. (2014) "Health, Tradition and Awareness: A Perspective on the Tribal Health care Practices". Social Research Foundation, Vol. 2, No. 2, 82-91
14) World Health Organization [WHO] (2013). WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. Geneva: WHO